সংবাদ

তারিখ ... 16 FEB 2005 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উন্নয়ন ভাবনা

শিশুদের স্বপ্নের স্কুল

স্যারদের বেতের বাড়ি আমাদের আর ভাল লাগে না। স্কুলে ভাল লাগে না, আনন্দ পাই না।' কোমলমতি শিশুদের এই কথাগুলো আমাদের কি মনে করিয়ে দেয়? যে বয়সে একজন শিশু স্কুলে গিয়ে আনন্দ-হাসি-গানে মতোয়ারা হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে সে বয়সে একজন শিশুকে ভাবতে হয় স্যারদের বেতের কথা।

সম্প্রতি শিশুদের স্বপ্নের স্কুল কি রকম হতে পারে তা নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। আমরা যদি শিশু অধিকার বাস্তবায়ন করতে চাই, শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করি, তবে তাদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিলে তাদের অধিকার অর্জন করা সহজতর হবে। বেশিরভাগ শিশু তাদের স্কুলের সমস্যাগুলো তুলে ধরে যেগুলোর সমাধান হলে একটি স্বপ্নের স্কুল তারা পেতে পারে। সব শিক্ষার্থী তার স্কুলটির সুন্দর পরিবেশ কামনা করে।

বড় মাঠ, ফুলের বাগান, ফলের গাছ, বিল্ডিং রুম, কম্পিউটার, লাইব্রেরি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা করছে। এছাড়া স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলার একটু পরিবর্তন তারা চায়। একজন শিশুকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হলে তার চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোতে যেমন শিক্ষার্থীরা অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তেমনি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আরও বেশি বঞ্চিত করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। কিন্ডারগার্টেনগুলোতে দেখা যাচ্ছে একটি ছোট জায়গায় স্কুল গড়ে ওঠায় মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা, শরীর চর্চা অর্থাৎ খোলামেলা পরিবেশ তারা পাচ্ছে না।

একটি শিশু যদি ছোটবেলা থেকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ পায়, স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে শিক্ষা বিষয়টি ভীতিকর হয়ে উঠবে না। শিক্ষা যখন আনন্দের হয়, তখন ঘটে মৌলিক চিন্তার বিকাশ। শিশুদের জন্যে শিক্ষা যে আনন্দের এই ভাবনাটুকু আমরা ভাবছি না গুরুত্ব সহকারে। সরকারি স্কুলগুলোতে প্রচুর জায়গা থাকলেও, কমিউনিটি তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত সবার দায়িত্বহীনতার কারণে শিক্ষার্থীদের অধিকার খর্ব হচ্ছে। বেসরকারি স্কুলে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা পেলেও তৎপরতার অভাবে স্কুলটির বেহাল অবস্থা, অথচ স্কুলটি এলাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

একটি দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে। ফলে শিক্ষার যে উদ্দেশ্য সেটাই অধিকাংশ সময় ব্যাহত হয়। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মনন বিকাশে সহযোগিতা পেলেও পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে তাদের কিছুটা সমস্যা হয়। আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুদের মনকে প্রথমেই বৈষম্যের পথে এগিয়ে দেয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় প্রথমেই। ফলে পারস্পরিক শেয়ারিংয়ে অভ্যস্ত হচ্ছে না তারা।

এসব শিশুর জন্য স্বপ্নের স্কুল গড়া অসম্ভব ব্যাপার নয়

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, একটি নির্দিষ্ট জায়গা, প্রয়োজনীয় রুম, শিক্ষণীয় উপকরণ একটি মনোরম পরিবেশের চাহিদাটুকু নিতান্তই মৌলিক, তারপরও এই মৌলিক চাহিদাটুকু পূরণ হচ্ছে না আমাদের অসচেতনতার কারণে। বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে আমাদের শিশুরা এখনও সেই মান্ধাতা আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করছে। এর প্রধান কারণ মানসম্মত শিক্ষা তথা শিক্ষা বিষয়টি নিয়ে মুক্ত ভাবনার অভাব। শিক্ষা বিস্তারের অভাবে শিক্ষার মান অনিশ্চিত হবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যারা শিক্ষিত তাদের দায়িত্ববোধটুকু প্রবল হলেই আমাদের শিক্ষার্থীরা পেতে পারে একটি সুষ্ঠু জীবনের নিশ্চয়তা। এক্ষেত্রে আমরা যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করি তাদের এগিয়ে আসতে হবে মানসম্মত একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে।

বেশিরভাগ স্কুলে রুম, টিউবওয়েল, টয়লেট, প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, শিক্ষক সঙ্কট, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব ও বই সঙ্কট বর্তমানে একটি নিত্যদিনকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা তাদের সিলেবাস শেষ করতে পারছে না। বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা বার্ষিক পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করছে। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের চাপে পঞ্চম শ্রেণীতে তাদের পাস নম্বর দিয়ে দেয়া হয় এবং এই অবস্থায় তারা হাইস্কুলে ভর্তি হচ্ছে, রেজাল্ট খারাপ করছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের ভাবতে হবে। এছাড়া, শিক্ষার উপকরণ আরও সহজলভ্য করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে গবেষণা করে দেখা প্রয়োজন কারিকুলামকে সহজ এবং আকর্ষণীয় করা যায় কিভাবে। সহজ পাঠে মাতৃভাষায় সহজবোধ্য শিক্ষা কারিকুলাম করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা স্কুলে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখার কথা জানিয়েছে। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের হাত-পা কেটে গেলে তাৎক্ষণিক কোন ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা তারা পায় না। শিক্ষার্থী স্কুলে যত সময় অবস্থান করবে সে সময়টুকু নিরাপত্তা না দিলে সে কেনইবা স্কুলমুখী হবে। অনেক স্কুলেই কোন টয়লেট-টিউবওয়েল নেই, তখন বাধ্য হয়ে তারা বাড়ি বা আশপাশের বাড়িগুলোতে চলে যায়। অনেকেই বিব্রত বোধ করে। আবার অনেক স্কুলে টয়লেট-টিউবওয়েল থাকলেও সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে টিউবওয়েলের মাথা চুরি হয়ে যায়, টয়লেট তালাবন্ধ করে রাখা হয়। শিক্ষকদের প্রয়োজনে টয়লেট ব্যবহৃত হয়। স্কুলে কোন সাপোর্ট স্টাফ না থাকায় অনেক কাজই শিক্ষক নিজেরা করেন। কোন কোন স্কুলে শিক্ষার্থীদের দিয়ে করিয়ে নেন। অনেক স্কুলে শিক্ষকের স্বল্পতার মাঝে, অফিসিয়াল কাজে শিক্ষক ব্যস্ত থাকেন ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দুই শিফটে ক্লাস চলাতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাস নিয়ে শিক্ষকরা অনেক ক্লান্ত বোধ করেন। পরে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণীর সবগুলো ক্লাস প্রতিদিন সম্পন্ন হয় না। এক্ষেত্রে এক শিফটে ক্লাস চলতে পারে শিক্ষক ও রুমের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। স্কুলে ঠিকমত ক্লাস না হলে বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে হয়, আবার অনেক শিক্ষার্থীই আর্থিক কারণে প্রাইভেট পড়তে পারে না। তাছাড়া গ্রামগুলোতে দেখা যায় কম টাকায় অদক্ষ শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে হচ্ছে। গ্রামের অনেক পিতামাতাই লেখাপড়া জানেন না ফলে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে কোন সহযোগিতা পায় না। তাই অনেক সময় তারা স্কুলের পড়া সম্পন্ন করতে পারে না। পরবর্তী সময়ে পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু আকর্ষণীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা জরুরি। শিক্ষার্থীরা চায় আনন্দময় স্কুল, প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, সব ধরনের উপকরণ, দক্ষ শিক্ষক, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, কমিউনিটির দায়িত্ব সচেতনতা।

প্রতিনিয়ত মুদ্রাস্ফীতির বাজারে আমাদের সীমিত বেতনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও টানপড়েনের মাঝে জীবনযাপন করেন, যা তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাও আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায়।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় অন্তরায় কমিউনিটির অনিশ্চিত অংশগ্রহণ। এছাড়া স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) স্কুলগুলোর কার্যক্রমে সক্রিয় নয়। আমাদের রাজনৈতিক প্রভাব আরেকটি অন্তরায়। বিভিন্ন স্কুলে কাজ করতে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলটি ওই এলাকার রাজনৈতিক মহল দ্বারা প্রভাবিত। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগও চোখে পড়ার মতো, অনুকরণীয়।

❑ কাকলী তালুকদার